প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্লাস্টিক ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের উন্নয়নে দেশে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে

দেশের প্লাস্টিক পণ্য আর হালকা প্রকৌশল (লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং) খাতের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। আর এ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্য দুটির ভূমিকা বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার।

এ লক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর , মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০ একর এবং বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি , কালিয়াকৈর, গাজীপুরে প্রায় পাঁচ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের দুটি অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার।

এ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গালবার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জমি বরাদ্দসংক্রান্তদুটি লীজচুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম জুম (Zoom) এর মাধ্যমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি , এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা , জনাব সালমান ফজলুর রহমান, এমপি, এবংতথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। অনুষ্ঠানের সভাপতি করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন।

এছাড়াও জনাব এন এম জিয়াউল আলম , সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ , জনাব পবন চৌধুরী , নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), জনাব হোসনে আরা বেগম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, জনাব মোঃ ওবায়দুল আজম , প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) , এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্প , বাণিজ্য মন্ত্রণালয় , আব্দুলমান্নান, নির্বাহী সদস্য , বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান, সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশ্বমানের এসব টেকনোলজি সেন্টারসমুহে হালকা প্রকৌশল ও প্লাস্টিকস খাতসহ সংশ্লিষ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের শিল্প সমূহের জন্য লাগসই প্রযুক্তিগত সেবা , যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পসমূহকে রপ্তানি সক্ষম করে তোলা হবে। স্টেকহোল্ডারদের জন্য সেন্টারগুলোতে থ্রি-ডি প্রিন্টিং ও ডিজাইন সেন্টার, টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাব, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন সেন্টার, টেকনোলজি ইনোভেশন ও ইনকিউবেশন সেন্টার, ওয়ার্কশপ, মেশিনশপ, লাইব্রেরী ভবন, বিজনেস সেন্টার ইত্যাদি সুবিধা থাকবে। এছাড়াও, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি , কালিয়াকৈর, গাজীপুরে নির্মিতব্য টেকনোলজি সেন্টারে ইলেকট্রনিক্স ও আইটি ভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পসমূহকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি বলেন, বর্তমান সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাণিজ্য নীতি ২০১৮-২১ এ রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্রকরণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ‘‘এক্সপোর্ট কম্পেটেটিভনেস ফর জবস” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে চামড়া , চামড়া-জাত পণ্য, ফুটওয়ার, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লাস্টিক প্রোডাক্ট ; এর চারটি খাতের মাধ্যমেরপ্তানি বহুমুখীকরণসহ পণ্য সমূহের রপ্তানি বাজারে

প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। প্রকল্পেরআওতায়প্রতিষ্ঠিতবিশ্বমানের এসব টেকনোলজি সেন্টারসমুহ সংশ্লিষ্ট খাত সমূহের বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

“মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্য অর্জন এ প্রকল্পের সরাসরি অভীষ্ট। পণ্যের গুণগত উৎকর্ষতা অর্জন , বিদ্যমান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা সম্পন্ন যুগোপযোগী পণ্য তৈরি , শ্রমিক-মালিক ও কারখানার সামাজিক ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে কাজ করছে এ প্রকল্প”, বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার হলো রপ্তানি বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্যের বহুমুখীকরণ করে রপ্তানি বৃদ্ধি করা। তৈরি পোশাক শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে EC4J প্রকল্প সরকারের নানামুখী উদ্যোগের অংশ ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সচিব জনাব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন বলেন, রপ্তানি বাণিজ্যের বৈচিত্রতা আনয়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জনে রপ্তানি নীতিতে (২০১৮-২১) গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই নীতিমালা বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস EC4J প্রকল্প গ্রহণ করে । বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ প্রকল্পটি অনন্য। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুপ্রশংসিত ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফ্লাগশিপ প্রকল্প। প্রকল্পের গঠন, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কৌশল , যা একটি ইনোভেটিভ প্রকল্প হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির ফলে বৈশ্বিক বাজার অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ হয়ে উঠছে এবং ক্রেতার চাহিদা নতুন নতুন পণ্যের দিকে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যা দাবি করে কত সংক্ষিপ্ত সময়ে আপনি পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারবেন। তাই প্রতিযোগিতামূলক রফতানি ও অভ্যন্তরীণ বাজারে টিকে থাকার জন্য পণ্যের মানোন্নয়ন অপরিহার্য। তাই পণ্য উৎপাদনে নতুন নতুন কারিগরি প্রযুক্তি , আন্তর্জাতিক বাজার সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য, পণ্যের ব্র্যান্ডিং প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে পণ্যের মান , উৎপাদনশীলতা ও বিপণনে উৎকর্ষতা অর্জন অপরিহার্য।

আজ দুটি টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের EC4J প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের জমি বরাদ্দের লীজ চুক্তি হতে যাচ্ছে। যেখানে নির্মাণ করা হবে বিশ্ব মানের টেকনোলজি সেন্টার যার উদ্দেশ্য হবে এক্সপোর্ট লেড প্রবৃদ্ধি অর্জনে সংশ্লিষ্ট সেক্টর সমূহের জন্য প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা , রফতানির সাপ্লাই চেইনে অন্তর্ভুক্ত উৎপাদনশীল শিল্প খাতসমূহের পণ্য উৎপাদনে নতুন নতুন কারিগরি প্রযুক্তির সংযোজন , আন্তর্জাতিক বাজারসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ , ব্র্যান্ডিং, প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা।